APR 08 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ফসিল আওয়ামী+অন্ধ আওয়ামী+বর্জ্য আওয়ামী= এবারের সাহিত্য পুরস্কার

এখনও আওয়ামী রাহুর কবলে

বাংলা একাডেমী

ফোকাস

গত পাঁচ বছরের আওয়ামী শাসনামলে 'জাতির মননের প্রতীক' বাংলা একাডেমীকে 'আওয়ামী লীগ একাডেমী' বলে অভিহিত করা যেত; কিন্তু বর্তমানে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার পরও বাংলা একাডেমীর এই দুর্নাম ঘোচেনি, বরং ক্ষেত্র বিশেষে তা আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে।

গত বছর ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাডেমীর বার্ষিক সাধারণ সভার কয়েকদিন পর আওয়ামী লীগ আমলের শেষেরদিকে নিয়োগপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ড. রফিকুল ইসলাম পদত্যাগ করলে বেশ কিছুদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ এই পদটি শূন্যাবস্থায় থাকে। এমনকি বাংলা একাডেমীর অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধনীও অনুষ্ঠিত হয় ডিজিবিহীন অবস্থার মধ্যেই। এরপর অনেক জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সাবেক ডিজি প্রফেসর মনসুর মুসাকেই নিয়োগ দেয়া হয় নতুন ডিজি হিসেবে। এরপর বাংলা একাডেমীর ভাগ্যে নতুন এক অভিধা সংযুক্ত হয়; বাংলা একাডেমী কার্যত হয়ে পড়ে 'আওয়ামী চট্টগ্রাম একাডেমী'। কারণ, বর্তমান ডিজি মনসুর মুসা থেকে শুরু করে বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী পরিচালক, উপপরিচালক এবং 'আজীবন সচিব'সহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরই আদিনিবাস হল চট্টগ্রাম। এছাড়াও আরো কয়েকজন চিহ্নিত পরিচালক, উপপরিচালক এবং একজন সাবেক পরিচালক, যারা স্বঘোষিত আওয়ামী লীগার হিসেবে পরিচিত, তাদের হাতে ডিজিসহ পুরো বাংলা একাডেমীই যেন জিম্মি হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে আপত্তিকর বিষয় হল, প্রাক্তন পরিচালক ব্যক্তিটি প্রায় প্রতিদিনই সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমীতে অবাধে আড্ডাবাজি করেন এবং আওয়ামী দুর্নীতিবাজদের পক্ষে তদবির-কর্ম চালিয়ে যান বলে অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে বর্তমান ডিজি কয়েক মাস আগে সুনির্দিষ্ট অপকর্মের দায়ে সাময়িক বরখাস্তকৃত ৫ জন কট্টর আওয়ামী লীগ সমর্থক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকরিতে পুনর্বহালের জন্য, প্রাক্তন ঘোর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ডিজি ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের সাথে সম্প্রতি পর পর দু'দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা একান্ত বৈঠকে মিলিত হয়েছেন এবং আওয়ামী আইনজীবী গাজীউল হককে ডেকে এনে তার সাথেও গোপন শলাপরামর্শ করেছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়। এই গোপন শলাপরামর্শের পরই বর্তমান ডিজি সাময়িক বরখাস্তকৃত ঐ পাঁচজন গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত [illegible]

মূল্যবান পদ-পদবী ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিলেন। বাকি দু'জন বর্ণচোরা স্বভাবের এবং তারাও বিগত আওয়ামী সরকারের স্তর-স্তুতি করে বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছেন। অথচ বাংলা একাডেমী এদেরকে ছাড়া আর কোন যোগ্য লোককেই খুঁজে পায়নি এই পুরস্কারটি দেয়ার জন্য। সঙ্গত কারণেই ক্ষুব্ধ হয়েছে সাহিত্যমহল। এবারের পুরস্কারের ধরন দেখে তাদের কেউ কেউ হয়তো সে কারণেই মন্তব্য করেছেন, "ফসিল আওয়ামী লীগার + অন্ধ আওয়ামী লীগার + বর্জ্য আওয়ামী লীগার = এবারের সাহিত্য পুরস্কার।" বাংলা একাডেমীর অর্বাচীন আচরণ আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনেরই শুধু নয়, বর্তমান জোট সরকারেরও সেউলিয়াত্ব প্রকাশ করেছে পরিকল্পিতভাবে। একটি মহল

অপূর্ব রহমান

ষড়যন্ত্রমূলকভাবেই বাংলা একাডেমী এবং বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার কাজে লিপ্ত রয়েছে, এসব ঘটনা তারই সাক্ষ্য বহন করে।

এ অবস্থায় বিগত পাঁচ বছরের নির্লজ্জ আওয়ামী তোষণকারীদের রাহুগ্রাস থেকে বাংলা একাডেমীকে উদ্ধার বা মুক্ত করতে হলে প্রকৃত দক্ষ, মেধাবী, সৎ ও দুর্নীতিমুক্ত ব্যক্তিদের যথার্থ মূল্যায়ন নিশ্চিত করা জরুরী হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হিসেবে উপরিল্লিখিত স্বঘোষিত আওয়ামী তোষণকারী এবং আওয়ামী লীগ আমলে বহু অবৈধ সুবিধা ভোগকারী কর্মচারী-কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীন অন্য কোন দফতরে বদলী, বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান অথবা ওএসডি করে পাঠানো হলে প্রাথমিকভাবে বাংলা একাডেমী অভিশাপমুক্ত হতে পারে বলে একাডেমীর অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারী মনে করেন। এছাড়া ইতোপূর্বে উত্থাপিত এবং জাতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নানাবিধ দুর্নীতি, অনিয়ম ও অসঙ্গতি যাচাইয়ের জন্য একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করা [illegible]

নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক পদ থেকে একজন কবিকে সরিয়ে এনে তাকে আবার বাংলা একাডেমীর পরিচালক পদে বসানোর ঘটনা (প্রশাসনের মত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্বে) অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

যে কারণে বা যে অভিযোগে তাকে নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে সরিয়ে দেয়া হল সেই ধরনের অভিযোগ তো তিনি বাংলা একাডেমীতে থাকলেও উত্থাপিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। অতএব, একাডেমীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কাকে পুরস্কৃত এবং কাকে তিরস্কৃত করা উচিত, এ বিষয়টি কোন যথার্থ মানদণ্ডে বিচার-বিবেচনা করা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ রয়েছে। এদিকে, বিগত আওয়ামী সরকারের আমলে তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধ প্রকল্পের অধীনে শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী প্রকল্পের নামে বহুলালোচিত দশ লাখ টাকা আত্মসাতের ঘটনায় জড়িতদেরও কোন বিচার হয়নি। বিএনপি সরকারের সূচিত বহুল প্রশংসিত তরুণ লেখক প্রকল্পটি বিগত আওয়ামী লীগ সরকার বন্ধ করে দেয়। কিন্তু বর্তমান বিএনপি সরকার আবার ফিরে আসার পরও সেই প্রকল্পটিও চালু করতে পারেনি বর্তমান বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ। এছাড়া বাংলা একাডেমীর বিভিন্ন উপ-বিভাগের কোন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীই একাডেমীর বাংলা, ইংরেজী অভিধান কেলেঙ্কারিসহ বহুবিধ অপকর্মের সাথে জড়িত বলে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এ অবস্থায় এসব অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনানুগ বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। এছাড়া সর্বোপরি, আওয়ামী লীগ শাসনামলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে সাময়িক বরখাস্তকৃত পাঁচজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে যথাক্রমে ২৫-১০-২০০১ তারিখের স্মারক ৬/বা এ ৩/২০০১/৪২৩ এবং ১০-১২-২০০১ তারিখের স্মারক ৬/বা এ ৩/২০০১/৪৭৭ মোতাবেক তদন্তের পর দোষীসাব্যস্ত হবার পরও রহস্যজনকভাবে তাদের বিরুদ্ধে কেন চূড়ান্ত শাস্তিমূলক [illegible]

বর্তমান বিএনপি জোট সরকারের স্নেহধন্য নতুন ডিজি দায়িত্ব গ্রহণের পরও সেই চিহ্নিত আওয়ামী গোষ্ঠীর মধ্যেই এই পুরস্কারটি বরাদ্দ করা হল। এবারের বাংলা একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত তিনজনের একজন চিহ্নিত আওয়ামী তোষণকারী এবং আওয়ামী সরকারের কৃপাপুষ্ট হয়ে তিনি অনেক মূল্যবান পদ-পদবী ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিলেন। বাকি দু'জন বর্ণচোরা স্বভাবের এবং তারাও বিগত আওয়ামী সরকারের স্তর-স্তুতি করে বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছেন। অথচ বাংলা একাডেমী এদেরকে ছাড়া আর কোন যোগ্য লোককেই খুঁজে পায়নি এই পুরস্কারটি দেয়ার জন্য।